1) 'সংসার বহ্নিময়' — এমন বলার কারণ কী? তুমি কী এই মত সমর্থন করো এবং কেন?

উঃ— বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'পতঙ্গ' নামক প্রবন্ধে 'সংসারকে বহ্নিময়' বলেছেন.

■ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে সংসারের সমস্ত মানুষই যেন পতঙ্গের ন্যায়, পতঙ্গ ও মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে প্রাবন্ধিক 'বহ্নি' রূপকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন. প্রাবন্ধিক মনে করেন মানুষ মাত্রই 'পতঙ্গ', মান, ধন, রূপ, ধর্ম, জ্ঞান — এগুলি বহ্নি বা আগুন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এইরূপ বহ্নি বিদ্যমান, যার ফলস্বরূপ প্রতি মুহূর্তে মানুষ পতঙ্গের ন্যায় আগুনের দিকে ছুটে চলে, তার প্রবৃত্তির নিবারণে, কাচ যেমন আগুনকে ঢেকে রাখে পতঙ্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করে ঠিক তেমনই সাংসারিক জীবনের নানা বন্ধন মানুষকে সেই আগুনে দাহ করতে পারেনা,

■ মানবজীবন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরনের মন্তব্য সমর্থনযোগ্য, কারণ প্রতিনিয়ত মানুষ তার কামনা বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য বহ্নির অভিমুখে ছুটে চলেছে ভালো মন্দের বিচার না করেই, ঈর্ষা, খ্যাতি, যশ, মান কোনো কিছুই মাত্রাতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়. মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা মানুষকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়, কিন্তু সাংসারিক বন্ধন, কর্তব্য, সামাজিক নিয়ম কানুন তাকে কাচের মতোই রক্ষা করে, প্রাবন্ধিকের মতে, সংসার নামক বহ্নিটি কাচের আবরণে ঢাকা তাই সেটি আগুনে পোড়ে না, এজন্য প্রাবন্ধিক বলেছেন 'সংসার বহ্নিময়', জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করে, রূপকের মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক তা যেভাবে তুলে ধরেছেন সেটি অতুলনীয়,

— o —

নাসরিন সুখী

বাংলা সাম্মানিক চতুর্থ সেমেস্টার পেপার – CC 10 মান – ২

1) ভারতের ভাষা সমস্যার কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক অন্যান্য যেসব দেশের উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলির নাম লেখ.

২) 'নার্সিসিজম' বলতে আমরা কী বুঝি ?

৩) 'তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ' — এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে ?

4) রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র ৩০ সংখ্যক চিঠির সঙ্গে কোন ছোটগল্পের সম্পর্ক আছে ?

5) রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে কোন বিষয়টিকে 'সাহিত্যের বাদ' বলেছেন ?

6) 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে সাহিত্যের বিচার করবার সময় কোন দুটি জিনিস দেখিতে হবে বলেছেন ?

7) কমলাকান্তের প্রসন্ন-এর প্রতি অনুরাগী হওয়ার দুটি কারণ লেখ.

8) 'অনেক বাদল মেঘের মর্দে বাস করে.....' এটি রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের কত সংখ্যক পত্র.

9) কমলাকান্ত বিড়ালকে কার গ্রন্থ পড়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন ?

10) 'সাহিত্যের রাজনীতি' প্রবন্ধে সরোজ ভট্টাচার্য সাহিত্যের মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত বলে মনে করেছেন.?

নাসরিন সুখী
২৭/6/2020

২) সাহিত্যের বিষয় 'মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র'— 'মানবহৃদয়' ও 'মানবচরিত্র'— এই দুটি বিষয়ের পার্থক্য নিজের ভাষায় লেখো.

উঃ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত সাহিত্যের তাৎপর্য শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশটি নেওয়া হয়েছে।

■ সাহিত্যের বিষয় বস্তুজগত নয়, বস্তুজগৎ বা বাহ্যজগৎকে যে, মানুষ প্রত্যক্ষ করে, উপলব্ধি করে, সৃষ্টি করে — তার হৃদয়ে বস্তু-জগতের সমস্ত কিছুই বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল, অনির্দিষ্ট হয়ে আছে, সুন্দর-অসুন্দর, ভালো ও মন্দ পরস্পর হাতধরে বদ্ধ মানবহৃদয়ের ভাবরসে অনুভূতি ও উপলব্ধির গূঢ় স্পর্শে বস্তু পৃথিবী রূপান্তর লাভ করে এবং মানবিক ও মানসিক হয়ে ওঠে, আর সাহিত্যের ধর্ম হলো বাস্তব পৃথিবীকে মানসিক ও মানবিক করে তোলা,

■ বাইরের জগতের সঙ্গে মানবজগতের পার্থক্য হল — মানবের জগত ভালো-মন্দ, ছোট-বড়োর খবরটুকু মাত্র দেয় না। প্রিয়-অপ্রিয় ভালো মন্দের অনুভূতি প্রকাশ করে, সাহিত্যের অন্যতম প্রাথমিক উপাদান এই বাইরের প্রকৃতি; অন্য উপাদানটি হল মানবচরিত্র, এই মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসংগত নহে; তার অনেক অংশ, অনেক স্তর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলতে চেয়েছেন —

"মানুষের চরিত্র ও এমন একটা সৃষ্টি যাহা জড় সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে,"

'মানবহৃদয়' হল ভাব, 'মানবচরিত্র' হল সেই ভাবের প্রকাশ, একটি আবার অন্যটি গতি, এই ভাবনা ও প্রকাশের মেলবন্ধনই হল সাহিত্য, 'মানবহৃদয়' ও মানবচরিত্রের পার্থক্য এখানেই,

— • —

নাসরিন সুধা

…/06/2020